সাতক্ষীরার গাজীপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে একজন নিহত এবং দুইজন আহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৮ এপ্রিল ২০১১ রাত ১.০০টার দিকে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানার গাজীপুর সীমান্তের মেইন পিলার ৪ এর সাব পিলার ৪ এর কাছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর সদস্যদের গুলিতে মোঃ রেকাতুল ইসলাম (১৭) মারা যান এবং মোঃ শাহাদাত হোসেন (২৫) ও মোঃ জাকির হোসেন (২৮) আহত হন বলে তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অধিকার এর অনুসন্ধানে জানা যায়, নিহত মোঃ রেকাতুল ইসলাম কালীগঞ্জ থানার বসন্তপুর গ্রামের মোঃ মুনছুর আলী গাজীর ছেলে। রেকাতুল ছিলেন ফার্নিচার তৈরির মিস্ত্রী। আর আহত শাহাদাত মাঘুরালী গ্রামের মোঃ পিয়ার আলীর ছেলে এবং পেশায় একজন জেলে। অপর আহত কুকুডাঙ্গি গ্রামের মোঃ জাকির হোসেন। তিনি বংশীপুর বাজারে ডেকোরেটরের ব্যবসা করেন।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময়ে অধিকার কথা বলে-

- নিহত রেকাতুলের আত্মীয়স্বজন
- আহত শাহাদাত ও তাঁর আত্মীয়স্বজন
- শাহাদাতের চিকিৎসক
- মর্গ-সহকারী এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

মোঃ মুনছুর আলী গাজী (৬৫), রেকাতুলের বাবা

মোঃ মুনছুর আলী গাজী অধিকারকে জানান, তাঁর সাত ছেলে মেয়ে। রেকাতুল কালীগঞ্জ বাজারে ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতো। ১৭ এপ্রিল ২০১১ বিকাল ৩.০০টার দিকে রেকাতুল দোকানে যাওয়ার কথা বলে বাইসাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। এরপর আর বাড়ী ফেরেনি।

১৮ এপ্রিল ২০১১ রাত ১.০০টার দিকে তাঁর বড় ছেলে মোঃ আরিজুল গাজীর মোবাইলে একটি কল আসে। অপরপ্রান্ত থেকে অপরিচিত এক ব্যক্তি জানান, ভারতের গোজা ডেঙ্গা

সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের গাজীপুর সীমান্তে গরু আনার সময় বিএসএফ এর গুলিতে রেকাতুল মারা গেছে। লাশ গাজীপুর সীমান্তে রয়েছে। এ খবর তাকে দেয়া মাত্রই আরিজুল তাঁর ভাইয়ের লাশ আনতে চলে যায়। রাত ২.০০টার দিকে আরিজুল রেকাতুলের লাশ নিয়ে বাড়ী ফেরে। মুনছুর আলী সকাল ৭.০০টার দিকে কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সৈয়দ ফরিদ উদ্দিনকে রেকাতুলের মৃত্যুর খবর জানান এবং একটি এজাহার দায়ের করেন। ওসি এজাহারটিকে সাধারণ ডায়েরী (জিডি) হিসেবে নথিভূক্ত করেন। কালীগঞ্জ থানার জিডি নম্বর ৭১৯; তারিখঃ ১৮/০৪/২০১১। সকাল ৮.০০টার দিকে ওসি

মুনছুর আলীর বাড়ীতে এসে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়না তদন্তের জন্যে রেকাতুলের লাশ সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে পাঠান। ময়না তদন্ত শেষে বিকেল আনুমানিক ৫.০০টায় কালীগঞ্জ থানার পুলিশ রেকাতুলের লাশ বাড়ী পৌঁছে দেয়। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০টায় বসন্তপুর কবরস্থানে রেকাতুলের লাশ দাফন করা হয়। তিনি বলেন, রেকাতুলের পিঠে ছররা গুলির চিহ্ন ছিল।

মুনছুর আলী গাজী আরো জানান, ১৯ এপ্রিল ২০১১ কালীগঞ্জ থানার ৭১৯ নম্বর জিডি ওসি নিজেই সাতক্ষীরা সদর থানায় স্থানান্তর করেন। ঘটনাস্থল সাতক্ষীরা সদর থানাধীন হওয়ায় থানা কর্তৃপক্ষ জিডি কে নিয়মিত মামলার এজাহার হিসেবে গ্রহণ করেন; যা এখন সাতক্ষীরা সদর থানার মামলা নম্বর ৪৯; তারিখঃ ১৯/০৪/২০১১। ধারা-৩০২/৩৪ দ-বিধি। আসামী অজ্ঞাতনামা ভারতীয় বিএসএফ। তিনি তাঁর ছেলে হত্যার বিচার দাবী করেন।

ছবিঃ ১। টমটম গাড়ীতে রেকাতুলের মৃতদেহ।

ছবিঃ ২। রেকাতুলের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ।

মোঃ আরিজুল গাজী (২৬), রেকাতুলের ভাই

মোঃ আরিজুল গাজী অধিকারকে বলেন, ১৮ এপ্রিল ২০১১ রাত ১.০০টার দিকে অপরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, গাজীপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে রেকাতুল মারা গেছে। তিনি তাঁর বাবা মাকে তৎক্ষণাৎ খবরটি জানিয়ে গাজীপুর সীমান্তে চলে যান। সীমান্তে গিয়ে দেখেন, মেইন পিলার ৪ সাব পিলার ৪ এর জিরো পয়েন্টে ধান ক্ষেতে রেকাতুলের লাশ। রেকাতুলের লাশের পাশে মাঘুরালী গ্রামের মোঃ শাহাদাত হোসেন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। পরে শাহাদাতের বাবা এবং ভাইও সেখানে আসে। রেকাতুলের লাশ এবং আহত শাহাদাতকে স্থানীয় টমটম গাড়ীতে তুলে তাঁরা বাড়ী নিয়ে আসেন। ময়না তদন্ত

শেষে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০টায় লাশ দাফন করা হয়। তিনি বলেন, ওই দিন বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক গরু আনতে ভারতে গিয়েছিল। ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে বিএসএফ সদস্যরা রেকাতুলকে গুলি করে হত্যা করে এবং বিএসএফ এর গুলিতে শাহাদাত ও জাকির আহত হয়।

মোঃ শাহাদাত হোসেন (২৫), বিএসএফ এর গুলিতে আহত ব্যক্তি

মোঃ শাহাদাত হোসেন অধিকারকে জানান, তিনি পেশায় একজন জেলে। জাল টেনে মাছ ধরেও তাঁর সংসার চলে না। শফিকুল নামে তার পরিচিত একব্যক্তি তাঁকে ভারত থেকে গরু আনার কাজে সহায়তা করার কথা বলে। একাজে ভাল টাকা পাওয়া যায় বলে তাঁকে প্রলোভন দেখান। দারিদ্রের কারণে শাহাদাত গরু আনার কাজ করতে রাজি হন। ভারতের ব্যবসায়ীরা গরুর গায়ে রং দিয়ে সংকেত লিখে সীমান্তের কাছাকাছি বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে নির্ধারিত বাড়ীতে রেখে যায়। সীমান্ত পাহারায় থাকা বিএসএফ সদস্যরা টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে কখন গরু পাঠানো যাবে এ সময়টি বলে দেন। সে অনুযায়ী গরু ব্যবসায়ীদের জানানো হলে তাঁরা নির্ধারিত জায়গায় রেখে যাওয়া গরু সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। এ কাজে গরু প্রতি ২৫০০-৩০০০ টাকা মজুরি পাওয়া যায়। শাহাদাত অধিকারকে আরো বলেন, ১৭ এপ্রিল ২০১১ বিকাল ৫.০০টার দিকে শফিকুলের সঙ্গে বাদামতলায় জনৈক ফারুকের কাছে যান। সেখানে ভারতীয় দালালদের সংকেতের অপেক্ষায় ছিলেন। রাত ৮.০০টার দিকে ভারতীয় গরুর দালালদের ৫ জন বাদামতলায় আসে। তাঁরা জানান, ওপারে ৩০টি গরু সংগ্রহ করে রাখা আছে। গরু আনতে তাঁরা ভারতের গোজাডেঙ্গা এলাকায় যান। রাত ১২.০০টায় ১০টি গরু নিয়ে বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গোজাডেঙ্গা খাল পার হয়ে সীমানা পার হওয়ার জন্যে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় থাকেন। একজন ভারতীয় দালাল বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে গরু নিয়ে সীমান্ত পার হতে বলেন। দালালরা জানান, চুক্তি অনুযায়ী সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিএসএফ তাঁদের গুলি করবে না।

দালালদের কথামত ভারতের কালুতলা এলাকার পাখিডেঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্পের মেইন পিলার ৪ সাব পিলার ৪ এর কাছ দিয়ে তারা গরু নিয়ে রওনা দেন। এক পর্যায় বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের বাগবিত-া হয় এবং তাঁরা গরুগুলো নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করার সময় পেছন থেকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি ছোঁড়ে। এতে রেকাতুল ও তাঁর পিঠে এবং জাকিরের হাতের আঙ্গুলে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ রেকাতুল চিৎকার দিয়ে দৌড়ে সীমান্ত পার হয়ে এসে মাটিতে পরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শাহাদাত চিৎকার দিলে তাঁর সঙ্গের লোকজন তাঁকে ধরে একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে শুইয়ে দেন। পরে তাঁর সঙ্গের লোকজন তাঁর কাছে থাকা মোবাইল ফোন থেকে তাঁর বাবা এবং রেকাতুলের ভাই আরিজুলকে খবর দেন। তাঁর বাবা একটি স্থানীয় টমটম গাড়ী এনে তাঁকে বাড়ী নিয়ে যান। রাতেই গ্রামের একজন চিকিৎসকের কাছে তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। ১৮ এপ্রিল ২০১১ সকাল ৮.৩০টায় সাতক্ষীরার নাজমুন ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

ছবিঃ গুলিবিদ্ধ শাহাদাত হোসেন।

মোঃ পিয়ার আলী (৭০), শাহাদাতের বাবা

মোঃ পিয়ার আলী অধিকারকে জানান, ১৮ এপ্রিল ২০১১ রাত ১.০০টার দিকে শাহাদাত মোবাইলে ফোন করে তাঁকে বলেন, গাজীপুর সীমান্তে বিএসএফের হাতে সে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার সাথের লোকজন তাকে একটি ধান ক্ষেতে শুইয়ে রেখেছে। বসন্তপুর গ্রামের রেকাতুলের লাশ তার পাশে শোয়ানো রয়েছে। তাকে ওখান থেকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করাতে বলে। তিনি তখনই গাজীপুর সীমান্তে গিয়ে স্থানীয় টমটম গাড়ীতে করে শাহাদাতকে সাতক্ষীরার নাজমুন ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করান। ২০ এপ্রিল ২০১১ হাসপাতাল থেকে শাহাদাত বাড়ী ফিরে আসে। এরপর কালীগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর থানার পুলিশ শাহাদাতের বক্তব্য নেন। শাহাদাতের পিঠ থেকে ১১টি ছররা গুলি বের করা হয়েছে এবং আরো ৬১টি ছররা গুলি ভেতরে রয়েছে বলে ডাক্তার জানিয়েছেন।

ডাঃ এসএম মোখলেছুর রহমান, নাজমুন ক্লিনিক, পলাশপোল, সাতক্ষীরা

ডাঃ এসএম মোখলেছুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৮ এপ্রিল ২০১১ সকাল ৮.৩০টার দিকে কালীগঞ্জের মাঘুরালী গ্রাম থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শাহাদাতকে আনা হয়। তিনি নিজেই শাহাদাতের চিকিৎসা করেন। তিনি বলেন, শাহাদাতের পিঠ থেকে ১১টি ছররা গুলি বের করা হয়েছে। আরো প্রায় ৬১টির মত গুলি ভেতরে রয়ে গেছে। তার নিয়মিত চিকিৎসা চলছে। এছাড়া জাকির নামে এক ব্যক্তির আঙ্গুলে গুলি লেগেছিল, তা তিনি বের করে দিয়েছেন বলেও জানান।

সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন, অফিসার ইনচার্জ, কালীগঞ্জ থানা

সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন অধিকারকে জানান, ১৮ এপ্রিল ২০১১ সকালের দিকে বসন্তপুর গ্রামের মুনছুর আলী গাজী থানায় এসে একটি এজাহার দাখিল করেন। এজাহারে মুনছুর আলী গাজী উল্লেখ করেন যে, ১৭ এপ্রিল ২০১১ রেকাতুল কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ভোমরা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে পাখিডাঙ্গা ক্যাম্পের কাছে পৌঁছালে বিএসএফ সদস্যরা ধাওয়া করে। তখন তারা বাংলাদেশের ভেতরে আসার সময় বিএসএফ সদস্যরা গুলি ছোঁড়ে। এতে রেকাতুলসহ শাহাদাত নামে এক লোক গুলিবিদ্ধ হয়। রেকাতুল বাংলাদেশের ভেতরে আসার পরে মারা যায়। রাত ২.০০টার দিকে এক লোকের মাধ্যমে খবর পেয়ে রেকাতুলের ভাই আরিজুল গাজী

গাজীপুর সীমান্ত থেকে রেকাতুলের লাশ নিয়ে বাড়ীতে যান। তিনি রেকাতুলের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে রেকাতুলের পিঠে অনেকগুলো ছররা গুলি ঢুকেছে এবং রক্ত ক্ষরণের চিহ্ন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ময়না তদন্তের জন্যে লাশ সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে পাঠান। লাশের ময়না তদন্ত শেষে বিকাল ৫.০০টার দিকে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেন।

ওসি বলেন, ঘটনাস্থলটি সাতক্ষীরা সদর থানাধীন হওয়ায় মামলাটি সেখানে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, রেকাতুলের মত ঘটনা এই সীমান্তে প্রায়ই ঘটে। কিন্তু ২/৪টি ছাড়া সবই চাপা পরে যায়।

এসআই শাহারিয়ার হাসান, সাতক্ষীরা সদর থানা, সাতক্ষীরা

এসআই শাহারিয়ার হাসান বলেন, ১৯ এপ্রিল ২০১১ কালীগঞ্জ থানার বসন্তপুর গ্রামের মুনছুর আলী গাজী বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ভারতীয় বিএসএফ সদস্যদের বিরুদ্ধে তাঁর ছেলে রেকাতুলকে হত্যা করার অপরাধে দ-বিধি ৩০২/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৪৯; তারিখঃ ১৯/০৪/২০১১। তিনি বলেন, লাশটি কালীগঞ্জ থানায় পাওয়া গেছে এবং কালীগঞ্জ থানার পুলিশ হাসপাতালে লাশের ময়না তদন্ত করিয়েছেন। তিনি বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন, ময়না তদন্ত প্রতিবেদন এবং কালীগঞ্জ থানার জিডির কপি না পাওয়ায় তদন্ত কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

হাবিলদার আব্দুল খালেক, বিজিবি, গাজীপুর সীমান্ত ফাঁড়ী, সাতক্ষীরা

হাবিলদার আব্দুল খালেক অধিকারকে বলেন, ১৮ এপ্রিল ২০১১ রাত ১.০০টার দিকে সীমান্তের মেইন পিলার ৪ সাব পিলার ৪ এর কাছ দিয়ে ২৮টি গরু বাংলাদেশে আসে। বিজিবির সদস্যরা গরুগুলো আটক করে ক্যাম্পে তুললেও গরুর সঙ্গে থাকা রাখালদের কাউকে আটক করতে পারেনি। সকালের দিকে গরু ব্যবসায়ীরা ক্যাম্পে আসেন। বিজিবির সদস্যদের মাধ্যমে তাঁরা গরুগুলোর কাস্টমস্ ছাড় করান।

তিনি বলেন, সীমান্তে বিজিবির টহল সব সময়েই ছিল। কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে ১৮ এপ্রিল ২০১১ বিএসএফের গুলিতে রেকাতুল নিহত এবং শাহাদাত আহত হওয়ার তথ্যপ্রমাণ তার নজরে আনা হলে তিনি তখন সংশ্লিষ্ট এলাকায় খোঁজখবর নেন এবং ভারতের পাখিডাঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্প সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এনায়েত করিম, কমান্ডিং অফিসার, ৪১ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এনায়েত করিম অধিকারকে জানান, ১৮ এপ্রিল ২০১১ রাতে ভারত থেকে চোরাইপথে বেশ কিছু গরু বাংলাদেশে এসেছিল। বিএসএফের গুলিতে রেকাতুল নিহত

এবং শাহাদাত আহত হওয়ার বিষয়টি সর্ম্পকে জানতে চাওয়া হলে বলেন যে, বিজিব্বির সদস্য সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় সবসময় সবখবর রাখা সম্ভব হয় না।

মোঃ আক্তার হোসেন, অফিস সহকারী, সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা

মোঃ আক্তার হোসেন অধিকারকে বলেন, ১৮ এপ্রিল ২০১১ সকালের দিকে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা রেকাতুল নামে এক ব্যক্তির লাশ মর্গে আনেন। ডাঃ এএসএম মারুফ হাসান লাশের ময়না তদন্ত করেন। যার নম্বর ৯২; তারিখঃ ১৮/০৪/২০১১। ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে যান।

উজ্জল, মর্গ-সহকারী, সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা

উজ্জল অধিকারকে বলেন, ১৮ এপ্রিল ২০১১ রেকাতুল নামে এক ব্যক্তির লাশ ময়না তদন্তের সময় তিনি ডাক্তারকে সহযোগীতা করেন। তিনি বলেন, রেকাতুলের পিঠ থেকে অনেকগুলো ছররা গুলি বের করা হয়েছে।

অধিকার সীমান্তে ভারতী বিএসএফ্রর হাতে এভাবে বাংলাদেশীদের নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গত ১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে ২০ মে ২০১১ পর্যন্ত সীমান্তে ১২ জন বাংলাদেশী বিএসএফ্রর হাতে নিহত হয়েছেন।

-সমাপ্ত-